১. সাংখ্য বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যা কর।
ইহাকে কী যান্ত্রিক মতবাদ বলা যায়? (জগতের অভিব্যক্তিবাদ বা পরিণাম বাদ) 10+2 =12

অথ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর?

→ (সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ফলেই জগতের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হয়। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জগৎ ও জাগতীয় বস্তুর মূল কারণ হলো প্রকৃতি) (সাম্য অবস্থায় প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির সাথে পুরুষের সংস্পর্শ হলে প্রকৃতির উপাদান সত্ত্ব: , রজ: , তম: গুণগুলির মধ্যে বিরূপ পরিণাম শুরু হয়) এবং তার ফলেই প্রকৃতির সাম্য অবস্থার নষ্ট হয় এবং জগতের বিবর্তন শুরু হয়। (সাংখ্য মতে, জগতের অভিব্যক্তির জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ অবশ্যই প্রয়োজন। প্রকৃতি জড় বা অচেতন কিন্তু কর্মক্ষমতার অধিকারী। পুরুষ সচেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়) (প্রকৃতির কর্মক্ষমতাকে জাগতিক অভিব্যক্তির কাজে লাগানোর জন্য সচেতন পুরুষের সহযোগিতার দরকার হয়।) (প্রকৃতি বা পুরুষ কারোর একার পক্ষে জগৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রকৃতির কর্মক্ষমতা পুরুষের চেতনার দ্বারা চালিত হলে তবেই সৃষ্টি সম্ভব।)

(কিন্তু প্রশ্ন হলো পরস্পর বিরোধী দুই সত্তা প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবে কেন? এই তত্ত্বটি বোঝানোর জন্য সাংখ্য কারিকায় একটি প্রচলিত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে — অন্ধ ব্যক্তি দেখতে পায় না, খঞ্জ ব্যক্তি চলতে পারে না। এখন এই উভয় ব্যক্তির যদি উদ্দেশ্য হয় কোনো একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো তাহলে তারা যেমন পরস্পরের সহযোগিতা গ্রহন করে আপন উদ্দেশ্য সাধন করে।) (ঠিক তেমনি জড় প্রকৃতি ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ উভয়ে মিলিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের জন্যই প্রকৃতি নাম-রূপময় জগতে পরিণত হয়। জগতের বিবর্তনের মূলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য হলো নিজেকে প্রকাশ করা এবং পুরুষের উদ্দেশ্য হলো কৈবল্য লাভ। (মুক্তি লাভ) (অপবর্গ))

(প্রকৃতি হলো জগতের উপাদান কারণ, এবং প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে প্রকৃতির আলোড়ন হলো নিমিত্ত কারণ) (পুরুষের সংযোগ ঘটামাত্র প্রকৃতির সাম্য অবস্থা ব্যহত হয়। তিনটি গুনের মধ্যে রজ:গুন প্রথমে সক্রিয় হয়ে ওঠে, পরে

Scanned with CamScanner

সত্ত্ব: ও তমঃ গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। গুণগুলির মধ্যে এই বিরূপ পরিণামের ফলে একটি গুণ অপর গুণের উপর আধিপত্য শুরু করে এবং নিম্নোক্ত ক্রমে জগতের সৃষ্টি শুরু হয়।—

জাগতিক অভিব্যক্তির প্রথম প্রকার হলো মহৎ বা বুদ্ধি, প্রকৃতিতে অবস্থিত সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য থেকেই মহতের সৃষ্টি। এর বিশেষ ধর্ম হলো স্থির নিশ্চয়তা।

মহৎ বা বুদ্ধি থেকে সৃষ্টি হয় অহংকার। এর বৈশিষ্ট্য হলো অভিমান। অহংকারের জন্যই পুরুষ নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। অহংকার তিন প্রকার — সত্ত্ব: গুণের প্রাধান্য থেকে সাত্ত্বিক অহংকার, রজঃ গুণের প্রাধান্য থেকে রাজসিক অহংকার এবং তমঃ গুণের প্রাধান্য থেকে তামসিক অহংকার। বাচস্পতি মিশ্রের মতে, সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের জন্ম এবং তামসিক অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সাত্ত্বিক অহংকার থেকে মন উৎপন্ন হয়। রাজসিক অহংকার থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (যথা- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (যথা- বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) - মোট দশটি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় এবং তামসিক অহংকার থেকে পাঁচটি তন্মাত্রের (যথা- শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) সৃষ্টি হয়।

পঞ্চতন্মাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। অনুমানের দ্বারা এদের অস্তিত্ব জানা যায়। পঞ্চতন্মাত্র থেকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম - এই পাঁচটি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মহাভূতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি থেকে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত যে সব পরিণাম তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - প্রকৃতি থেকে ইন্দ্রিয় পর্যন্ত হলো বুদ্ধিসর্গ। এবং পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত হলো ভৌতিক সর্গ। সাংখ্যমতে মূলতত্ত্ব দুটি হলেও জাগতিক দৃষ্টিতে মোট তত্ত্ব হলো ২৫টি।

সাংখ্য বিবর্তনবাদ যান্ত্রিক নয়, উদ্দেশ্যমূলক। বিবর্তন হলো অবস্থান্তর মাত্র। সৃষ্টির অর্থ হলো অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়া। এই প্রক্রিয়া চিরন্তন, এর কোনো শেষ নেই।

Scanned with CamScan

১. পুরুষ

২. প্রকৃতি

↓

৩. মহৎ বা বুদ্ধি

↓

৪. অহংকার

↓

(৫-৯) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (১০-১৪) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (১৫) মন (১৬-২০) পঞ্চতন্মাত্র

↓

(২১-২৫) পঞ্চমহাভূত

Scanned with CamScanner